সংবাদ

তারিখ ... 24 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ... ৬ ...

শরণখোলায় খুঁড়িয়ে চলছে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম

প্রতিনিধি, শরণখোলা (বাগেরহাট)

কর্মকর্তাদের আন্তরিকতার অভাবে প্রায় এক বছর ধরে মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটি দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। যার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন কাজে নানা সংকট দেখা দিয়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটির কার্যক্রম ইতিমধ্যে দুর্বল হয়ে পড়ায় নিশ্চিত করা যাচ্ছে না শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শতভাগ উপস্থিতি। যে কারণে দিন দিন বাড়ছে শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপস্থিত, ক্লাস ফাঁকি, ভুয়া শিক্ষার্থী দেখিয়ে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি। সচেতন অভিভাবক ও শিক্ষাবিদদের মতে, মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল ও মান সম্পন্ন করতে হলে কর্তব্যরত শিক্ষক কর্মচারীদের কর্মস্থলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তা না হলে প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে না।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক পরিপত্র অনুযায়ী ২০১৩ সালে উপজেলার ১১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠন হয়। যার মেয়াদ ইতিমধ্যে শেষ হয়েও গত এক বছর ধরে বিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হচ্ছে মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটি দিয়ে। পরিচয় না দেয়ার শর্তে, উপজেলার একাধিক বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক বলেন, শিক্ষা কর্মকর্তারা আন্তরিক হলে নতুন ম্যানেজিং কমিটি গঠন সময়ের ব্যাপার মাত্র। তাদের সৎ ইচ্ছার অভাব থাকায় বছর ধরে নতুন কমিটি গঠন কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। এছাড়া কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে অনেক সময় নীতিমালা মানা হয়না। আবার কখনো কখনো অযোগ্য ব্যক্তিরা বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হলে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে পকেট কমিটিও গঠন হয়। তাই সকল বিষয় বিবেচনা করে মান সম্মত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে যোগ্য ব্যক্তিদের নতুন কমিটিতে স্থান দেয়ার দাবি জানায় তারা। এ বিষয় উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. আখতার হোসেন বলেন, বিভিন্ন ঝামেলার কারনে বিদ্যালয়গুলোর ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। তবে নতুন কমিটি গঠনের জন্য শীঘ্রই উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।